উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণ:

# সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ

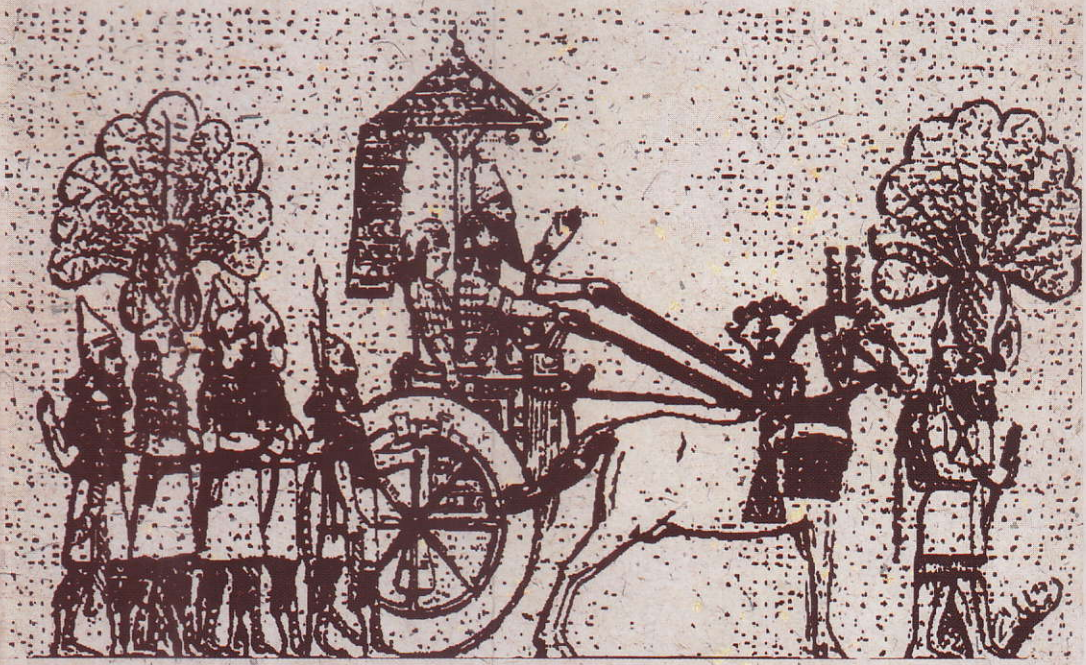

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণ ঃ
**সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ**
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

**প্রথম প্রকাশ**
একুশে বইমেলা ২০১৩

**স্বত্ব**
সেলিমা আখতার

প্রকাশক
**গদ্যপদ্য**
৩০ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা- ১২০৫
ফোন ঃ ৮৬১৩৭২৮, মোবাইল ঃ ০১৭১৬০২৫১০৮

**প্রচ্ছদ**
চারু পিন্টু

**মুদ্রণ**
নক্ষত্রপল্লী
৭০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা-১০০০

**১৭৫ টাকা**
US $ 8

**ISBN t 978-984-33-2560-0**

# উৎসর্গ

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে শিক্ষা সম্প্রসারণের একজন অগ্রসৈনিক,
আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর, জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজের দীর্ঘকালীন
অধ্যক্ষ মরহুম অধ্যক্ষ সুজায়াত আলী মিয়া'র স্মৃতির উদ্দেশ্যেঃ
জামালপুর শেরপুর অঞ্চলের শিক্ষা সম্প্রসারণে যিনি
আজীবন অবদান রেখেছেন
এবং
আমার শ্রদ্ধেয়া শ্বাশুড়ি আনোয়ারা বেগমকে

# ভূমিকা

বাঙালি জীবনে উনিশ শতক নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব যেমন আধুনিকতার নতুন অধ্যায়ের প্রারম্ভিক কাল, বাঙালির ক্ষেত্রেও উনিশ শতকের শিক্ষা-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধ্যায়টি একইভাবে নতুন ধারার সূচনা করে। এই ধারাটি কতটা সুস্থতার সাথে সম্প্রসারিত হয়েছিল অথবা কতটাই বা বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আলোড়িত করেছিল সেটি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক বিষয়। তবে এই গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে (গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবন ধারাঃ ঠাকুরগাঁও জেলাভিত্তিক একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ) কিছুটা আলোকপাত করা হলেও মূলতঃ গ্রন্থটির শিরোনাম প্রবন্ধটি (উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণঃ সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ) নতুনভাবে সৃষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজ ও মানসকে উপজীব্য করেই রচিত। একটি বিষয় ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে যে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বাঙালি হিন্দু-মুসলিমের সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের বিষয়টি সাদামাটা ভাবে বুঝে থাকি তার প্রকৃত অর্থেই বিকাশ ঘটেছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পর নব্য ঔপনিবেশিক পাকিস্তানিদের চাপিয়ে দেওয়া সাম্প্রদায়িক শাসন প্রক্রিয়া প্রতিহতকরণের মাধ্যমেই এবং অবশ্যই সেক্ষেত্রে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল, (যেমন উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণ হিন্দু বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের নবজাগরণ মুসলিম অথবা মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ)। উনিশ অথবা বিশ শতকের সূচনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি সুর যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তার বাজনা এতই মৃদু ছিল এবং হিন্দু-মুসলিম জাতীয়তাবাদ এতই উচ্চকণ্ঠ ছিল যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ হালে জল পায়নি-জল পেলে অথবা নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতায় জল সিঞ্চিত হলে বাঙালির ইতিহাসটিই অন্যভাবে লেখা হতো। তবে মনে রাখা দরকার বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা যা-ই বুঝে থাকি না কেন তার অস্তিত্ব কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম এই বাংলাদেশেই, কোনভাবেই বাংলা ভাষাভাষি অন্য কোন দেশে নয়। প্রথম প্রবন্ধটিতে বাঙালি জাতিসত্তার

বিকাশের শুভ সূচনাতেই লেখাটির সমাপ্তি টেনেছি- এর একটি বিনীত ব্যাখ্যা হচ্ছে ভবিষ্যতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারা নিয়ে আরেকটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' ও তৎকালীয় বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ। এটি মূলত প্রথম প্রবন্ধেরই একটি ধারাবাহিকতা এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন মুসলিম বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের বিকাশ ঘটছিল সে সময়টিকে সবচাইতে যথার্থভাবে কথাসাহিত্যের ফ্রেমে বন্দী করেছেন কাজী ইমদাদুল হক তাঁর "আবদুল্লাহ" উপন্যাসে। বাঙালি মুসলিম সমাজের যে পরিচিতির সংকট (বাঙালি না মুসলিম নাকি বাঙালি মুসলিম) অথবা ভাষার সংকট (তাদের ভাষা কি হবে আরবি না উর্দূ নাকি ইংরেজি, বাংলা তেমন বিবেচনায় ছিল না) কাজী ইমদাদুল হক তাঁর "আবদুল্লাহ" উপন্যাসে অনুপমভাবে তুলে ধরেছেন। যেখানে আশরাফ-আতরাফ বিভক্তি, পীরবাদ, অদৃষ্টবাদিতা, পর্দা ও অবরোধ প্রথা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইংরেজি শিক্ষার অবস্থান এবং বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের অবস্থান প্রামাণ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়াবলিকে কেন্দ্র করেই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচিত।

বাঙালি নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তিনজন মহিয়সী নারীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বেগম রোকেয়া এবং ইলা মিত্র। এই তিনজনের অনেক ক্ষেত্রে মিল-অমিল থাকলেও একটি ক্ষেত্রে তাদের দৃঢ় মনোবল ছিল- স্বচ্ছ স্বপ্ন ছিল। আর তা হলো নিখাদ দেশপ্রেম এবং নারী জাগরণ। প্রীতিলতার জন্মশতবার্ষিকী আমরা পার করে এসেছি ২০১১ সালে। এই লেখাটি মূলতঃ ১ম শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমরা যখন হিন্দু অথবা মুসলিম সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে পরিত্যাগ করে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তিরিশলক্ষ রক্তের বিনিময়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি, তারপরও আমাদের হৃদয়ে (আমাদের হৃদয় বলতে বৃহত্তর তৃণমূল জনগোষ্ঠী নয়, ব্রিটিশ-পাকিস্তানি আমলের ক্ষুদ্রতর 'আশরাফ' জনগোষ্ঠীর প্রেতাত্মাকে বুঝানো হয়েছে)। এখনও মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা সিন্দাবাদের দৈত্যের মত ভর করে থাকে। বেগম রোকেয়াকে আমরা মোটামুটি (পরিপূর্ণ নয়) সম্মাননা দেখাতে পারলেও (রোকেয়া পদক, রোকেয়া দিবস, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা) ইত্যাদির মাধ্যমে, প্রীতিলতা এবং ইলামিত্র উপেক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাঁদের নামকরণে ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করতে গিয়েই যে ধরণের বক্তব্য তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের কাছ থেকে কর্ণগোচর হয় তা শুধু বেদনাদায়ক-ই নয়, দেশকে আবারও মুসলিম জাতীয়তাবাদের কাছে সমর্পণের প্রয়াস বলে প্রতিয়মান হয়। তবে আশার কথা হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সব সময়ই ন্যায় ও

প্রগতিশীলতার পক্ষে, যে কারণে এ ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল চেতনাকে ম্লান করতে পারবে না।

গ্রামীণ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জীবন ধারাঃ ঠাকুরগাঁও জেলাভিত্তিক একটি ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। মূলত সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবনধারাকে ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস। এ থেকে প্রাক ব্রিটিশ যুগ, ব্রিটিশ যুগ, পাকিস্তানি শাসনামল ও স্বাধীনতা উত্তরকাল এই চারপর্বে গবেষণা এলাকা, ঠাকুরগাঁও জেলার অর্থনীতি জীবনধারা, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান, তৈজসপত্র, যাতাযাত ও পরিবহন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাক ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ পর্বের ক্ষেত্রে পুরোপুরি মাধ্যমিক তথ্যের উৎস ব্যবহৃত হয়েছে তবে পাকিস্তানি শাসনামল ও স্বাধীনতা উত্তরকালের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রবীণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার এবং মাধ্যমিক তথ্য দুটোই ব্যবহৃত হয়েছে। এই গবেষণা নিবন্ধটির মাধ্যমে পরিবর্তনশীল গ্রামীণ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জীবন ধারার একটি সার্বিক ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে অবধারিতভাবেই বাংলার গ্রামীণ জনপদগুলোর একটি অংশ কিভাবে ধীরে ধীরে নগরায়ণের দিকে এগুচ্ছে তার গতি প্রকৃতি লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের লোক সংগীত ও লোক উৎসবঃ ঠাকুরগাঁও জেলা কেন্দ্রীক একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। প্রবন্ধটি মূলতঃ বাংলাদেশের লোক উৎসব ও লোক সংগীতের সাথে বৃহত্তর জন-মানুষের যে সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক সে বিষয়ে একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এ ক্ষেত্রে গবেষণা এলাকা হিসেবে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকসংগীত সমৃদ্ধ জেলা ঠাকুরগাঁওকে বেছে নেওয়া হয়েছে। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল তুলনামূলকভাবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ধর্মীয়ভাবে অসাম্প্রদায়িক এবং শান্তিপূর্ণ জনপদ। হিন্দু মুসলিম মিলিত উদ্যোগে শুধু বাংলা নববর্ষই নয়, বরং সত্যপীরের গান, জন্মাষ্টমি, দূর্গাপূজা, লক্ষ্মীর ধাম, মহররমের গান, বিবাহ উৎসব, নবান্ন উৎসব এবং এ সংক্রান্ত লোক সঙ্গীত এ-অঞ্চলের শুধু নয়, বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ। আমাদের অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের মর্মকথা এই গ্রামীণ জন জীবনের উৎসব ও সঙ্গীতের মাঝেই নিহিত।

এই গ্রন্থের পাঁচটি প্রবন্ধ-ই নানা সময়ে লিটল ম্যাগাজিন 'চালচিত্র' ও 'সেনুয়া' তে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া একটি প্রবন্ধ গ্রামীণ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জীবন ধারা ঠাকুরগাঁও ফাউণ্ডেশন থেকে ঠাকুরগাঁও'র ইতিহাসে প্রকাশিত হয়েছে। আমি 'চালচিত্রে'র সম্পাদক রাজা সহিদুল আসলামকে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই, কেননা আমার যৎকিঞ্চিত লেখালেখিতে তাঁর সার্বক্ষণিক চাপ রাখার জন্য।

কোন সন্দেহ নেই, আমি যে পেশায় জড়িত, সেক্ষেত্রে কাজের শেষে যেটুকু সময় পাই তা একান্তই যৎসামান্য। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়টুকু পরিবারের প্রাপ্য। তার মাঝেও আমার এই অতি সাধারণ মানের লেখালেখির জন্য প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন আমার সহধর্মীনি সেলিমা আখতার ও আমার নয় বছরের একমাত্র পুত্র শাশ্বত জামান। তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাব না বরং তাঁদের এই অব্যাহত উৎসাহ-ই আমার লেখালেখির অনুপ্রেরণা।

আমার বাবা-মা, আমার নিকটজনেরা আমাকে খুবই ভালোবাসেন বলেই বোধ করি আমার লেখারও খুব ভক্ত। তাঁদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা।

আমার সহকর্মীবৃন্দ, বিশেষতঃ একরামুল হক মণ্ডল, ইএসডিও'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার (লজিষ্টিকস)'র সহায়তার জন্য ধন্যবাদ। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতেই হবে প্রকাশক ফকির তসলিম উদ্দিন কাজল ভাইকে। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে পূর্বেও আমার দুটো বই বেরিয়েছে, এটিও তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং পুনঃ পুনঃ তাগাদাতেই আলোর মুখ দেখলো।

বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশের মূল কেন্দ্রবিন্দু অমর একুশের শুভেচ্ছা।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

# সূচিপত্র

উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণঃ
সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ১৩

কাজী ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ্ ও তৎকালিন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ ৩৮

জন্ম শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলী ঃ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ৬৪

গ্রামীণ বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জীবন ধারাঃ
ঠাকুরগাঁও জেলাভিত্তিক একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৭৩

বাংলাদেশের লোক সংগীত ও লোক উৎসবঃ
ঠাকুরগাঁও জেলাকেন্দ্রিক একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ১০৭

মেধার রশ্মি ছড়ানো একজন সৃজনশীল উদ্যোগী মানুষ ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তারুণ্যের দীপ্র সময়ে তিনি মানব কল্যাণের সুমহান চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সূচনা করেন এক নিবেদিত কর্মধারা। পাশাপাশি সক্রিয় ও মুখর থাকেন লেখালেখি ও গবেষণা কর্মসহ সৃষ্টিশীল কর্মকান্ডেও। তাঁর নিবেদিত কর্মধারা নানা জলধারার মত বিস্তারিত হয়ে বারিসিক্ত করেছে উত্তর বাংলাদেশ সহ সমগ্র দেশকে। ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গনাইজেশন ইএসডিও যার নাম। বেসরকারি এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক তিনি।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ১ মে ঠাকুরগাও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার রাজবাড়িতে জন্মগ্রহন করেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরগাও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এইচ এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক সন্মান এবং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ড. জামান ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল ও ২০১০ খ্রিস্টাব্দে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কনফারেন্সে ০৫ টি গবেষনা পত্র উপস্থাপন করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। ভ্রমণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন, ডেনমার্ক, জার্মানী, কানাডা, চীন, মালয়েশিয়া, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, নেপাল ও ভারত।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং এক পুত্র সন্তানের জনক। স্ত্রী সেলিমা আখতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও এম.ফিল এবং বর্তমানে ইকো কলেজ, ঠাকুরগাও'র অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আর শিশু পুত্র শাশ্বত জামান চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত।

ড. জামান বর্তমানে তাঁর নিজেরই প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সংস্থা । ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গনাইজেশন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মফস্বলের মধ্যবিত্তদের যাপিত জীবন (২০১১), বৃক্ষ বন্দনা (২০১১)।

উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণ:
সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
মূল্য : ১৭৫

9 789843 325600